

## সৈয়দপুরে আলিম পরীক্ষা ১৮ জন পরীক্ষার্থীকে ভূয়া প্রবেশপত্র দিয়ে প্রতারণা করায় মাদ্রাসা অধ্যক্ষ গ্রেফতার

সৈয়দপুর থেকে নিজস্ব সংবাদ-  
দাতা ঃ সৈয়দপুর খাসকান্দর আলিম  
মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আবদুল  
মান্নানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ১৮  
জন আলিম পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে  
মোট অষ্টের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে ভূয়া  
প্রবেশপত্র প্রদান করার অভিযোগে  
রোববার পুলিশ ওই অধ্যক্ষকে  
গ্রেফতার করে হাজতে পাঠিয়েছে।  
প্রবেশপত্র ভূয়া হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা  
পরীক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

১৮ জন বঞ্চিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে নূর  
ইসলাম নামে একজন পরীক্ষার্থী  
রোববার সৈয়দপুর থানায় একটি  
মামলা দায়ের করেন এবং আগের দিন  
সকল পরীক্ষার্থী মিলে সৈয়দপুর  
থ্রেসক্লাব ও উপজেলা নির্বাহী  
অফিসারের কাছে অভিযোগ করে। এর  
পরিশ্রেক্ষিতে পুলিশ অধ্যক্ষকে  
গ্রেফতার করে।

১৮ জনের মধ্যে ১৫ জন নিয়মিত  
এবং ৩ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী।  
মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার  
ফরম পূরণসহ অন্যান্য খরচ বাবদ

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৩ হাজার  
করে টাকা নেয়। পরীক্ষার সময় ঘনিষ্ঠে  
এলে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষকে প্রবেশ  
পত্রের কথা বললে তিনি তাদেরকে  
বুঝিয়ে- সুঝিয়ে রাখেন। পরীক্ষার  
আগের দিনও প্রবেশপত্রের জন্য চাপ  
দেয় তারা। তিনি "পরীক্ষার দায়িত্ব  
তার"- এ বলে ১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা থাকবে  
সকাল ৯টা থেকে  
রাত ১০টা পর্যন্ত

এইচএসসি, আলিম, ফাজিল, কামিল,  
এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি  
(ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষার জন্য শিক্ষা  
মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের কক্ষ সকাল ৯টা  
থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের  
দিনগুলোয় খোলা থাকবে। প্রয়োজনীয় তথ্য  
প্রদানের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ফোন নং-  
৮৬১২৪৮৩-এ যোগাযোগ করতে বলা  
হয়েছে। তথ্য বিবরণী।

শহরের কয়া গোলাহাট উচ্চ বিদ্যালয়  
কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় ১৬ই মে  
অংশগ্রহণ করায় এবং প্রত্যেকের কাছ  
থেকে ৫শ' টাকা করে নিয়ে পরীক্ষা  
কর হওয়ার কিছু পরে একটি করে  
প্রবেশপত্র ধরিয়ে দেন। পরীক্ষা শেষ  
করে ছাত্রছাত্রীরা টের পায় তাদের  
প্রবেশপত্রগুলো ভূয়া। তারা ভূয়া  
প্রবেশপত্র নিয়ে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের  
জেরার মুখে পড়ে। কর্তৃপক্ষ তাদের  
জানিয়ে দেয়, এ প্রবেশপত্র ২য়  
পরীক্ষায় নিয়ে এলে পুলিশে দেয়া  
হবে। এজন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়া  
থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রবেশপত্র-  
গুলোতে কারোরই নাম, পিতার নাম,  
সেশন ঠিক নেই বলে পরীক্ষার্থীরা  
থ্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে  
এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের  
কাছে অভিযোগ করে। এ ব্যাপারে নূর  
ইসলাম নামে এক পরীক্ষার্থী সকল  
পরীক্ষার্থীর হয়ে থানায় মামলা দায়ের  
করে। অভিযোগের পরিশ্রেক্ষিতে পুলিশ  
অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানকে গ্রেফতার  
করে।